দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

বেসরকারি বিএড কলেজের প্রতি অযৌক্তিক পরিপত্র পরিহার করুন

বাংলাদেশের সরকারি বিএড কলেজগুলোর পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী বেসরকারি কলেজ অধিভুক্ত হয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিযোগিতায় বেসরকারি বিএড কলেজ এগিয়ে থাকায় পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০০ সালের আগে শিক্ষার্থীর পাস নির্ভর করতো শিক্ষকদের ক্ষমতার ওপরে। বেসরকারি কলেজসমূহকে প্রতিরোধ করার জন্য কোর্সের নম্বর অভ্যন্তরীণ ৪০% ও ৬০% বহিরস্থ পরীক্ষায় বিভক্ত করে উভয় পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে পাসের বিধান করা হলেও বেসরকারি কলেজ ফলাফল প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। ফলে বেসরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার ঝোঁক বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে সরকারি কলেজে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুঃখজনক হওয়ায় সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে ১৫-৫-২০০৮ তারিখে পরিপত্র জারি করা হয়েছে যে সরকারি কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি না-নিলে শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল বিবেচনা করা হবে না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে সেখানে মান বাড়াতে চেষ্টা করুন, না হলে বন্ধ ঘোষণা করুন। অথচ তা না করে আইন করে বাধ্য করা হবে— তা কখনও হয় না হতে পারে না। কেন আজ সরকারি বিএড কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি হতে চায় না— স্যারের বাজারের ব্যাগ বহন করা, স্যারের বাচ্চার সেবা করা, গাছের ফল, পুকুরের মাছসহ উপঢৌকন হিসেবে উপস্থাপন অথবা নগদ উপঢৌকনের দৃষ্টান্ত অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। পাস করতে হলে তাদের এ সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করাকে কো-কারিকুলাম অ্যাকটিভিটি হিসেবে গণ্য করা হয়। বেসরকারি কলেজের কারণে অসাধু কতিপয় শিক্ষক অলীক ঐ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেই গাত্রদাহ। যদিও ইদানীং প্রবণতা কমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পৃথকভাবে পাস করার বিধান থাকার কারণে। হিংস্র জন্তু যখন তার শিকার পায় না, তখন হজম হয় না— এমন বাবারের প্রতিও আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। শুধু যদি নন-টিচার শিক্ষার্থী বেসরকারি কলেজে পড়ে আর বেসরকারি কলেজের মান যদি নিম্ন হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ উদীয়মান সূর্যকে (নন-টিচার প্রশিক্ষণার্থী) কালো মেঘ দিয়ে আড়াল করবেন কেন? সকল বেসরকারি কলেজ বন্ধ করুন, এমনকি বেসরকারি বিএড কলেজে কর্মরত সকল লোকবলকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিন এ কারণে যে, তারা এ দেশের সোনার ছেলেদের কিছু না শিখিয়ে গাজীপুর থেকে বিএড সার্টিফিকেট এনে দিয়ে শিক্ষার মেরুদণ্ড চুরমার করছে, এমনকি জাতির বিবেককে হত্যা করছে। ক্ষমতা দিয়ে সব কাজ না করে সুবুদ্ধি দ্বারা সকল দপ্তরের সমন্বয়ে কাজ করুন। মনে রাখতে হবে প্রেসার দিলেও এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা অপেক্ষা করবে, প্রয়োজনে চলতি শিক্ষাবর্ষে বিএড ডিগ্রি নেবে না। কারণ তারা জানে আজ যদি আমরা পরিপত্রের হুমকিতে ভীত হই তাহলে দেশে যদি কখনও সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থী সঙ্কট হয় তাহলে আমাদের জীবিকার উৎসে নতুন পরিপত্রের আবির্ভাব হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তাদের সবিনয়ে অনুরোধ করি— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং বেসরকারি বিএড কলেজকে ত্রুটিমুক্ত করতে উদ্যোগী হোন। ফলদায়ক বৃক্ষ কর্তন না করে ফল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এ দেশে বেসরকারি বিএড কলেজের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। এ যাবৎকাল সরকার দু' একটা বই ছাড়া বেসরকারি কলেজকে কিছুই দেননি। অযৌক্তিক পরিপত্র পরিহার করুন শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন করুন।

শেখ শাহিনুল আলম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), আলাউদ্দিন আহমেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, আলাউদ্দিন নগর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।